



বাংলাদেশ দূতাবাস মেসিকো-তে ৪৮তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আয়োজন

২৬ মার্চ ২০১৯

আজ ২৬ মার্চ ২০১৯ বাংলাদেশ দূতাবাস, মেসিকোর সিটির ব্যাংকারস ক্লাব-এ ৪৮তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়াও মেসিকো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এশিয়া বিষয়ক মহাপরিচালক ও উপ-মহাপরিচালক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মেসিকোর বিশিষ্ট গার্মেন্টস ব্যবসায়িবৃন্দ ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর মান্যবর রাষ্ট্রদূত উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানান এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জন সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন বর্তমান সরকার ও জনগণ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উত্তোরন সম্ভব হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি দ্রুততম উন্নয়নশীল দেশ যার বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৭.৮৬ শতাংশ। তিনি বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, দক্ষ ও ডিজিটাল জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টিতে বর্তমান সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন বর্তমান সরকার এসডিজি (SDG) লক্ষ্য অর্জন এবং সক্রিয় বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্তি করে ২০৪১ সালের মধ্যে পরিকল্পিত একটি শিল্পোন্নত বাংলাদেশ গড়ার সরকারি পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন।

রাষ্ট্রদূত মহোদয় রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তথা মেসিকোকে বাংলাদেশকে সমর্থন করায় বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন মানবিক কারনে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার এক মিলিয়ন মায়ানমারের রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে ভবিষ্যতে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাদের সমর্থন কামনা করেন।

তাহাড়াও গত বছর বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত হওয়ায় বাংলাদেশের সক্ষমতা ও সম্ভাব্যতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের অবগত করা। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ শৃজনশীল পোশাক শিল্পের বহুমাত্রক উন্নয়নের স্বীকৃতি দেন।

পরিশেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে দেশীয় খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে মধ্যাহ্নভোজ করানো হয়।

